বৈষম্য

সুস্মিতা নাথ (সুমন)

মৌসুমি দুদিনের জন্য বিশেষ কাজে বাড়ি গিয়ে আবার ফিরল যেখানে ওরা বর্তমানে থাকে। প্রায় আট ঘন্টার পথ। অনিমেষ আর মৌসুমির একমাত্র মেয়ে দিশা। অনিমেষের চাকুরীর কারনে পুরো পরিবার আজ অন্য শহরে থাকে। ঘরে ফেরার পর থেকে দিশা লক্ষ্য করে ওর মান মনটা খুব বিক্ষিপ্ত, তাই বার বার জিগ্যেস করে যাচ্ছে, মা তোমার কী হয়েছে ? মৌসুমি বলছে না রে মা কিছু হয়নি, একটু ক্লান্ত লাগছে, দিশাও নাছোড়বান্দা, কোনো ভাবেই যখন মেয়েকে বুঝাতে পারল না, তখন বলল, তবে শুন।

আজ আসার পথে একজনের সাথে দেখা হলো, আর সেই সাথে ছোট বেলার একটি ঘটনাও মনে পড়ে গেল, তোর এগুলো শুনে কাজ নেই।

না মা বলো আমি শুনব। তবে শুন---- তখন আমি class four এ। আমাদের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসলেন আসাম থেকে একজন ইঞ্জিনিয়ার। সাথে পরিবার বলতে উনি, উনার স্ত্রী ও ছোট্টো একটি ফুটফুটে ছেলে দেড়-দু বছরের। বাচ্ছা টাকে দেখাশোনা করার জন্য আমার বয়সের একটি মেয়ে জয়া, ওদের সাথেই থাকে। ওরা অসমিয়া হলেও আমাদের সাথে খুব মিলেমিশে থাকতেন। দিশা আবার বলে উঠলো, ওদের কারও সাথে কি দেখা হয়েছে, তবে এতে মন খারাপ এর কি আছে মা। আরে না রে ওদের কোথায় পাব, বলছি তো শুন।

ঐ ইঞ্জিনিয়ার কাকুকে রোজ অফিসে থেকে গাড়ি এসে নিয়ে যায় আবার বিকেলে দিয়ে যায়। কাকুর অফিস টা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার। আরও একটি পরিবারও দীর্ঘ পাঁচ বছর থেকে আমাদের বাড়িতে ভাড়া থাকত। ওরা ছিল দুই বোন আর মা বাবা। তোর ছোটো মামা আমি আর ওরা দুই বোন সকলেই পাশাপাশি বয়সের, তার সাথে যুক্ত হলো জয়া। সকলে মিলে খেলাধুলা, একসাথে বসে খাওয়া, নানা মজার ঘটনা স্মৃতি রয়েছে সেই সময়ের।

একদিন সবাই মিলে বায়না ধরলাম কাকুর সাথে গাড়ি করে যাব, কাকুর অফিসে। কাকুও না করতে পারলেন না। যেখানে কাকুর construction এর কাজ চলছিল তার খুব কাছে আরও একটি ঘর নিয়েছেন, একটু বিশ্রাম করা বা নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য। অফিস বলতে এই ঘরটাই। কারন সেখানে একটা লবন ফেকটরি তৈরি হচ্ছিল এবং তার সাথে আরো কিছু ঘরদোর, যেগুলো পরে অফিস, কোয়াটার হয়েছিল। সেখানে নুতন construction হচ্ছে, আর তাই ছিল উনার কাজ।

আমরা সবাই গেলাম, খুব আনন্দে, হৈচৈ করতে করতে। সকালে খাওয়া দাওয়া করে গেছিলাম, দুপুরের আগেই সকলেই ফিরে আসব, কাকুর এরকমই plan ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কাকু বললেন এক্ষুনি একটা জরুরি কাজ এসে পড়েছে, ফিরতে একটু দেরি হবে।

ততক্ষণে আমাদের সকলের খিদে পেয়ে যায়। কাকুকে বলি কিছু খাব কাকু তো মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন। আশেপাশে তেমন কোন দোকান নেই যেখান থেকে খাবার আনা যায়। তাও তিনি কেউ একজন কে পাঠিয়ে চাল, ডাল আর ডিম আরও কি কি আনলেন ঠিক মনে নেই। আর যে বাড়িতে একটি ঘর নিয়েছিলেন ওদের বললেন একটু কিছু রান্না করে দিতে, যাতে আমরা খেতে পারি, খিদেতে বাচ্চাগুলো কষ্ট না পায়।

সে বাড়িতে একটি বড় মেয়ে ছিল কলেজে পড়ত। সেই আমাদের ডাল আর অম্লেট করে

থালায় ভাত দিয়ে হাতে হাতে থালা ধরিয়ে দিল। আমরা মহা আনন্দে থালা নিয়ে কাকুর ঘরে মেঝেতে বসি খাচ্ছি, খাওয়া প্রায় শেষের পথে, সেই মেয়েটি আসে আর বলে, "তোমরা কিন্তু নিজেদের থালাবাসন ধুয়ে দিয়ে যাবে, এগুলোতে আমরা হাত দেবনা, কারণ আমরা উচ্চ বর্ণের, আর তোমরা নীচু বর্ণ"। আমরা তো একথা শুনে হতবাক, খাওয়া এখানেই শেষ। যে কাজ কোনো দিনও বাড়িতে করিনি, সে কাজ করতে হল অন্যের বাড়িতে। কাকু এসব কিছুই জানলেন না শুনলেন না, তিনি তাঁর কাজ নিয়েই ছিলেন। আমরা যে পাঁচ জন গেছিলাম তার মধ্যে অসমিয়া জয়া ছাড়া বাকি চারজনই ছিলাম সমগোত্রীয়। এরপর সবাই মিলে কাকুর কাছে যাই, আর বলি, ভালো লাগছে না, এক্ষুনি বাড়ি ফিরব। কাকু জানতে চাইলেন কি হয়েছে, আমরা কিছু বললাম না। কিছু না আর ভালো লাগছে না। আর নিজেদের মধ্যে কথা বলে ঠিক করলাম বাড়িতে এই ঘটনার কথা বলা যাবে না। সেদিনের সেই অপমান মনে খুব লেগেছিল রে মা । মা বাবা শুনলে কষ্ট পাবেন অপমানিত বোধ করবেন এই ভেবে আজও কিছু বলিনি কাউকে।

তার বেশ কয়েক বছর পর,----- তোর দিদি ভাই তো চাকরি করতেন, বেতন আনতে যেতে হতো School Inspector অফিসে। আমি সেই দিন মার সাথে যাই, মা যথাযথ বেতন নিয়ে আসার পথে বলেন "চল তোর এক কাকুর বাড়ি এই পাশেই, তোর কাকিমনি আমার স্কুলেই নুতন জয়েন করেছে"। সেই মতো মার সাথে গেলাম দরজা খুলে মহিলা বেরিয়ে আসতেই, আমি হা করে তাকিয়ে রইলাম। কাকুও বেরিয়ে আসলেন, মাকে- আমাকে ঘরে ঢুকতে বললেন, মা ঘরে গেলেন, আমি তখনও বাইরে। এই মহিলা আমার কাকিমনি হন ? যে নাকি আমাদের নীচু বর্ন বলে কী ব্যবহারটাই না করেছিল একদিন। আজ সে আমার সমগোত্রীয় কাকুকে ভালোবেসে বিয়ে করে, প্রতিনিয়ত এঁটো বাসন ধুয়ে দিচ্ছে, কাকুর দুই সন্তানের মা হয়েছে ? মাকে অস্থির করে তুললাম, চলে যাব বলে। মা বুঝলেন কোন কারণে আমি বসতে চাইছি না। এরপর ফিরে এলাম। মা আসার পথে জিগ্যেস করলেন, কি রে কী হয়েছে তোর, এতো অস্থির হয়ে পড়লি, কিছু না মা ভালো লাগছিল না, তাই চলে এলাম।

আজ যখন আমার সাথে দেখা হলো, মহিলা নিজে থেকেই কথা বলল, আমি চেষ্টা করেছিলাম avoid করতে, কিন্তু গাড়িতে মুখোমুখি বসেছি, তাই কথা বলতে বাধ্য হলাম। বড়দের সম্মান করাটা আমাদের পারিবারিক শিক্ষা।

কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিলো সেই ছোটছোট বাচ্ছাদের সাথে সেদিনের ব্যবহারের কথা। সব শুনে দিশা বলল, "কেউ নিজেকে বড়ো কিংবা উচ্চ বর্ণের ভাবুক বা বলুক সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু অন্য কে নীচু বলার কোনো অধিকার তার নেই,----যার এরকম মানসিকতা, সে তো নিজেই ছোটো মনের মানুষ, আর যে মনের দিক থেকে ছোটো তার আবার উচ্চ বর্ণের গরিমা। উচু-নীচুর পার্থক্য বুঝার সঠিক শিক্ষাটাই সে পায়নি"।

হয়েছে মা এগুলো নিয়ে ভেবোনা। মানুষকে--- মানুষ হিসেবে ভাবতে শিখাটাই মহত্বের।

"রং আমি চিনতে পারি, বুঝতে শিখিনি এখনও, তাইতো আমি, রং- তুলিতে ছবি আঁকিনি কখনও"।

* * *